



27082 - নজিকে নেকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজিরে উপর শাস্তি আরোপ করার পদ্ধতি কী হতে পারে?

প্রশ্ন

আমি জানি নকে আমলে নজিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজিরে নজিকে শাস্তি দায়ের বড় প্রভাব রয়েছে। কিন্তু, নজিকে শাস্তি দায়ের পদ্ধতি কী হতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে মুমনি নজিরে মুক্তির ব্যাপারে সচতেন সে নজিকে যা কিছু ধ্বংসাত্মক সে সব থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং নজিরে সাথে কামেল হয়। নজিরে সাথে কামেল হওয়ার মধ্যে রয়েছে আখরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর দিকে নজিরে পথচলাকে পর্যবেক্ষণে রাখা। যা কিছু পালন করার নরিদশে দয়া হয়েছে তা পালন করার ও যা কিছু থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা থেকে বাঁচতে থাকার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছলিরে লক্ষ্যে নরিদস চেষ্টা করা। তাই ব্যক্তি সকল পাপ থেকে তাওবা করার মাধ্যমে এ পথ চলা শুরু করবে। নজিকে নকে আমলে অগ্রবর্তী হওয়া ও ঈমানের উচ্চ স্তরগুলো উন্নীত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করবে। এক্ষেত্রে সহায়ক উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করবে; যমেন- নকে আমলের সওয়াব সম্পর্কে জানা, গুনাহর কুফল ও কারণগুলো অবহতি হওয়া, দুর্বল মনোবল ও হীনমন্য লোকদের থেকে দূরে থাকা। নকে আমলে যারা প্ররশিরমী তাদের ঘটনাগুলো শুন। এরপরও যদি অন্তর নকে আমল করা থেকে দুর্বল হয় কথিবা গুনাহ প্রকাশ পায়, গুনাহর প্রতি ঝুঁক পড়ে; তখন শাস্তি আরোপের বিষয়টি আসবে।

শাস্তি দায়ের বিষয়টি আসবে সত্য জানার পর এর থেকে মুখ ফরিয়ে নেয়ার পর। শাস্তি দিয়ে শুরু করবে না। যহেতে জানার আগে শাস্তি দয়া ঠিকি না এবং যাতে করে বাহানা কর্তন করার ক্ষেত্রে এটি অধিক কার্যকর হয়।

বশিষতঃ এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন- আল্লাহর আপনাকে মুবারকময় করুন- যে, শাস্তিদিন সত্যগতভাবে উদ্দৃষ্ট নয়। বরং এটি আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যমমাত্র। এটি রোগীর জন্য থরোপরি মত; যা প্রয়োজনমাকি দয়া হয়। তাই নজিকে কষ্ট দয়া, সাধ্যরে বাইরে কষ্টারোপ করা কথিবা আগুন পুড়ে শরীরকে কষ্ট দয়া, কথিবা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন শাস্তি প্রশংসিত নয়। শাস্তি অতিরিক্ত কষ্টকর হবে না। বরং তা হবে কোন নকে আমল আরোপ করার মাধ্যমে কথিবা কাঙ্ক্ষিত কোন কিছু থেকে নজিকে বঞ্ছিত করার মাধ্যমে। আপনি নজিই যহেতে নজিরে চকিতসক; সুতরাং



আপনাই সম্মত অবগত য়ে, কোন জনিসি আপনাকে অবসন্নতা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করতে সাহায্য করবে; যাতে আপনিসিটো ত্যাগ করতে পারনে।

আল-মাকদসি (রহঃ) বলনে:

“জনে রাখুন, কোন মুমনি যদি নিজরে আত্মপর্যালোচনা করে পায় য়ে, তার কসুর রয়েছে কিংবা সে কিছু কিছু গুনাহর কাজ করে তাহলে তার জন্য সমীচীন নয় য়ে, নিজেকে এ অবস্থায় ছড়ে দেয়। যদি ছড়ে দেয় তাহলে গুনাহতে লিপ্ত হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং সেটো ত্যাগ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। বরং তার উচিত নিজরে উপর বধৈ শাস্তি আরোপ করা; যমেনভিবে সে নিজরে পরিবার ও সন্তানকে শাস্তি দিয়ে থাকে। যমেনটি উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণতি আছে একবার তিনি তার এক বাগানে গিয়েছিলেন। ফরি এসে দেখলেন মানুষ আসরে নামায পড়ে ফলেছে। তখন তিনি বললেন: আমি আমার বাগানে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম মানুষ নামায পড়ে ফলেছে। আমার বাগানটি মসিকীনদের জন্য সদকা।

বর্ণতি আছে য়ে, তামীম আদ-দারী (রাঃ) একরাত তাহাজ্জুদের জন্য না উঠে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। ঐ রাতরে ঘুমরে শাস্তিস্বরূপ তিনি এক বছর না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করছেন।

হাসান বনি সনান একবার এক রুমরে পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেসে করলেন এ রুমটিকবে তরী করা হয়েছে? এরপর নিজরে আত্মসমালোচনা করে বললেন: তুমি এমন বিষয়ে জিজ্ঞেসে করছ যা তোমার প্রয়োজন নহে। আমি তোমাকে এক বছর রোযা রাখার শাস্তি দিবি। এরপর তিনি এক বছর রোযা রাখলেন।

পক্ষান্তরে, য়ে শাস্তিগুলিতে শারীরিক ক্ষতি রয়েছে কিংবা কোন নষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া রয়েছে: সেগুলো জায়যে নয়। যমেন বর্ণতি আছে য়ে, এক লোক এক নারীর দিকে তাকিয়েছিল। পরে সে তার চোখ তুলে ফলেছে। অপর এক লোক হাত দিয়ে কোন গুনাহ করছিল পরবর্তীতে তার সে হাত আগুনে পুড়িয়ে আতুর হয়ে গিয়েছিল। এ ধরণে শাস্তিদান জায়যে নহে। কারণ কোন মানুষের পক্ষে নিজরে ব্যাপারে এমন কিছু করার অধিকার নহে। [মুখতার মনিহাজলি কাসদীন’ থেকে কিছুটা পরিমার্জনিসহ সংকলতি]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।